তিনি আরও বলেন যে, "Driot Administratif is the portion of French law which determines : (i) The position and liabilities of all state officials, (ii) the civil rights and liabilities of private individuals in their dealings with officials as representatives of the States and (iii) the procedure by which these rights and liabilities are enforced."

অন্যত্র অধ্যাপক ডাইসির প্রদত্ত সংজ্ঞা হল—"that body of rules which regulate the relations of administration of the administrative authority towards private citizens.

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক ডাইসি দুইটি নীতির কথা বলেন। প্রথমত, দ্রয় এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সরকার ও সরকারি কর্মচারীবৃন্দকে এক বিশেষ ধরনের অধিকার, সুযোগ সুবিধা প্রদান করেছে। একজন নাগরিক অন্য একজন নাগরিকের সঙ্গে আইননগতভাবে যে অধিকার ও কর্তব্যের পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন নীতির উপর সরকারি কর্মচারীগণ বিশেষ অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন। এর ফলে রাষ্ট্রের সঙ্গে একজন সরকারি কর্মচারীর ব্যবহার ও রাষ্ট্রের সঙ্গে একজন সাধারণ নাগরিকের ব্যবহার, দুই-এর মধ্যে বেশ পার্থক্য দেখা যায়। দ্বিতীয়, কার্যক্ষেত্রে স্বতন্ত্রীকরণ নীতির অধিকতর প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তার জন্য সরকারের আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগ যাতে একে অন্যের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ না করে তার ব্যবস্থা দ্রয় এ্যাডমিনিস্ট্রেটিফ করেছে। যেমন, সাধারণ আদালতে বিচারকগণ শাসনবিভাগ থেকে স্বাধীন ও সহজে অপসারিত হন না, তাছাড়া, সরকার ও সরকারি কর্মচারীগণ নিজ নিজ ক্ষমতার এলকায় স্বাধীন ও বিচার বিভাগের নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

❑ ১১.৬ রাষ্ট্রীয় সভা

কাউন্সিল অফ স্টেট বা রাষ্ট্রীয় সভা হল উচ্চস্তরের প্রশাসনিক আদালত। রাষ্ট্রীয় সভা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরাসরি বিচার করে। প্রশাসন-শিক্ষণ কেন্দ্র (School of Administration) থেকে নিযুক্ত হয়েছেন এমন ১৫০ জন সদস্য নিয়ে কাউন্সিল অফ স্টেট বা রাষ্ট্রীয় সভা গঠিত হয়। রাষ্ট্রীয় সভা বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হয়ে কাজ করে। এই সমস্ত বিভাগগুলির মধ্যে আছে চারটি পরামর্শদান বিভাগ ও একটি বিচার বিভাগ। বিচার বিভাগ আবার বিভিন্ন কক্ষে বিভক্ত রয়েছে।

পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট এই কক্ষগুলি বিভিন্ন অধস্তন সদস্যগণের রিপোর্টের বিচার করেন। অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মামলার বিচার যত সম্ভব বেশি সংখ্যক বিচারক দ্বারা সম্পাদিত হয়। এমনকি ১৫ সদস্য দ্বারা গঠিত কোন কক্ষেও বিচারকার্য চলে। রাষ্ট্রীয় সভার এলাকাই কেবল ব্যাপক নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে সে ক্যাসেশন আদালত এবং আপীল আদালতের সক্ষমতার বিচারকার্য করে।

এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী বিভিন্ন ত্রুটিগুলি হ্রাস করবার জন্য রাষ্ট্রীয় সভা চেষ্টা করে ও সাধারণ নাগরিকদের স্বার্থ রক্ষা করে। বিশেষত নাগরিকগণ যেখানে সাধারণ বিচার আদালতে তাদের

অভিযোগের ক্ষোভ নিরসন করতে অসমর্থ হন, সেখানে রাষ্ট্রীয় সভা বা সর্বোচ্চ প্রশাসনিক আদালত নাগরিকের অভিযোগ যথাযথ বিচার করে।

সবশেষে, প্রশাসনিক আদালতগুলির সুযোগ গ্রহণ করা নাগরিকদের পক্ষে অনেক সহজ। রাষ্ট্রীয় সভার নিকট প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ অভিযোগ দরখাস্তে আবেদন করে ডাকযোগে পাঠালেও মামলার বিচার চলতে পারে। যে সামান্য আদালত ফি জমা দিয়ে মামলা হয় নাগরিকপক্ষ মামলায় জয়লাভ করলে সেই সামান্য টাকাও তাঁকে ফেরত দেওয়া হয়।

সমালোচকগণ, বিশেষত এ্যাংলো আমেরিকান আইনব্যবস্থার সমর্থকগণ ফ্রান্সের দ্রয় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিফের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, প্রশাসনিক আদালত হচ্ছে প্রশাসন বিভাগেরই বিভাগীয় আদালত, সুতরাং প্রশাসনিক গলদের বিচার প্রশাসনিক আদালত দ্বারা সম্ভব নয়। কারণ, এখানে অপরাধী বা আসামী হচ্ছে প্রশাসন বিভাগের কর্মচারী আবার বিচারক হচ্ছেন প্রশাসন বিভাগের বর্তমান বা অতীতের কোনও কর্মচারী। সুতরাং এখানে স্বাধীন নিরপেক্ষ ও ন্যায় বিচার সম্ভব নয়। বিচার প্রশাসনিক-পক্ষপাতদোষে দুষ্ট হবার সম্ভাবনাই সর্বাধিক থাকে। কারণ প্রশাসনিক আদালত কর্তৃক প্রশাসনিক ত্রুটির বিচার কার্যত আত্মসমীক্ষার তুল্য হয়ে একটা লোক দেখানো ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

দ্রয় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিফের অর্থ বিভাগীয় বিচার। স্বাধীন, নিরপেক্ষ, স্বতন্ত্র একটি আদালতে বিচার যতটা সুষ্ঠু ন্যায়পরায়ণ ও যথার্থ হওয়া সম্ভব, বিভাগীয় আদলতে তা হয় না। ফলে, এখানে নাগরিকের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা সততই ক্ষুণ্ণ হতে পারে। সাধারণ আদালতের বিচারের মত প্রশাসনিক ত্রুটির বিচার হলে সরকারি কর্মচারীগণ তাঁদের কাজে অনেক বেশি দায়িত্বশীল হতে পারেন এবং দেশের সামগ্রিক মৌল আইনকে যথাযথাভবে মেনে চলা উচিত বলে ভাবতে পারেন।

অ্যাংলো-স্যাক্সন আইনবিদ্‌গণ বলেন যে, ইংলন্ড আমেরিকায় সরকারের আদেশের উপরে কাজ হলেও সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধের উপর অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়। ফলে প্রতিটি সরকারি কর্মচারী নিজ দায়িত্ব কখনও ''ওপরওয়ালার'' ঘাড়ে চাপাতে পারে না। 'হুকুম' অনুযায়ী কাজ হওয়াই যথেষ্ট নয়, দায়িত্বসহ কাজ হয়েছে কিনা, ইংলন্ড ও আমেরিকায় সরকারি কর্মচারীদের ত্রুটি বিচারে তাই দেখা হয়। কিন্তু ফ্রান্সে ঠিক বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রশাসনিক আদালতগুলি বিচারকার্য সম্পাদন করে।

এই সমস্ত সমালোচনা থাকলেও ফ্রান্সের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় যে, Droit Administratiff বা প্রশাসনিক আইন থাকার ফলে নাগরিকগণের অধিকার বা স্বাধীনতা কোনভাবেই ক্ষুণ্ণ হয়নি। বরং রাষ্ট্রীয় সভা দ্বারা পরিচালিত প্রশাসনিক আইন রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ত্রুটির বিরুদ্ধে জনগণকে যথার্থভাবে রক্ষা করে।

অধ্যাপক গার্নার তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ ''French Administrative Law'' প্রসঙ্গে যথার্থই মন্তব্য করেছেন ঃ ''Without fear of contradiction in no other country of the world are the right of individuals so well protected against administrative abuses and the people so sure of receiving reparation for injuries sustained from such abuses.''

রাষ্ট্রীয় সভা সর্বোচ্চ প্রশাসনিক আদালত হিসেবে নিরপেক্ষতার খ্যাতি অর্জন করেছে। প্রশাসনিক আদালতের বিচারকগণ সম্বন্ধে ফাইনারের মন্তব্য হল, ''They are not bureaucratic tyrants but men of just and comprehending mind.''

১১.৭ ❑ উপসংহার

বর্তমান যুগে রাষ্ট্র কল্যাণকর হওয়ায় রাষ্ট্রের কার্যাবলী ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে প্রশাসনিক আধিকারিকগণের কাজকর্মের জটিলতাও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সেজন্য হরেক রকম বিরোধের উদ্ভব হচ্ছে। এই সমস্ত বিরোধের প্রকৃত সত্য সাধারণ আদালতের আইনজীবী ও বিচারকদের দ্বারা সম্যকভাবে উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে প্রশাসনিক আদালতের প্রশাসনিক বিশেষজ্ঞরা বিচারকের পদে থাকার ফলে প্রশাসনিক বিষয়ে খুঁটিনাটি ভালোভাবে বিচার করতে পারেন ও সমস্ত বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিবেচনা করে বিভিন্ন বিরোধের মীমাংসা করেন। সারা দেশে ২৬টি আঞ্চলিক প্রশাসনিক আদালত থাকার ফলে নাগরিকগণ অতি সহজেই এবং দ্রুততার সঙ্গে আদালতের বিচার লাভ করেন।

সর্বোপরি, প্রশাসনিক আদালতগুলি সরকারি কর্মচারিগণকে অনেক বেশি স্বাধীনতা ও সরকারি সিদ্ধান্ত কার্যকর করবার ক্ষমতা দান করে। এর ফলে, ফ্রান্সে সরকারি কর্মচারীগণ নিজেদেরকে অনেক দৃঢ় ও স্বাধীনভাবে রাষ্ট্রের সেবায় নিয়োজিত রাখেন। এই প্রসঙ্গে বার্থ লেমাই-এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, ''Let one be gruarded against considering administrative justice as exceptional' justice.....Administrative justice is not a dismemberments of the justice of the law courts. It is judicial organ by which the executive power imposes on the active administration the respect for law. The administrative courts have not taken their role from the judicial authority. They are one of the forms by which the administrative authority is exercised to put the matter even more precisely, it may be said that the administrative tribunals are toward the acts the decisions of administration what the courts of appeal are to decisions of inferior courts.''

উপসংহারে বলা যায় যে, প্রশাসনিক আইন ও প্রশাসনিক আদালত নাগরিকদের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করে না। উপরন্তু তা প্রশাসনের উপর যথাযথভাবে কার্যকরী নিয়ন্ত্রণের প্রভাব বিস্তার করে। বিশেষত রাষ্ট্রীয় সভা সম্পর্কে একথা বলা হয় যে, ''All Frenchmen look with high approval as their arguseyed defender against official arbitrariness and oppression. ফ্রান্সের প্রশাসনিক আইনের সমালোচকগণের মধ্যে বিশেষত ব্রিটিশ ও আমেরিকানদের দেশে অনেকেই ফ্রান্সের দ্রয় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিফকে সুনজরেই দেখেন। বলা বাহুল্য যে, যেখানেই প্রশাসন আছে সেখানে অবশ্যই কোনও না কোনও ধরনের প্রশাসনিক বিচারালয় আছে।

যুক্তরাজ্য এবং ভারতবর্ষেও এই ধরনের বিচারালয় দেখা যায়। যুক্তরাজ্যের Parlimentary commissioner এবং ভারতের লোকপাল (Lok Pal) ও লোক আয়ুত (Lok Ayuta) এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টান্তস্বরূপ।

১১.৮ ❑ সারাংশ

পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের ফ্রান্সে বিচারব্যবস্থায় দুই ধরনের আদালত দেখা যায়—সাধারণ আইন আদালত এবং প্রশাসনিক আইন আলাদলত। প্রশাসনিক আদালত ফ্রান্সের বিচার ব্যবস্থা এককেন্দ্রিক। ফ্রান্সের বিচার-ব্যবস্থায় নিরপেক্ষতা অবলম্বন করা হয়ে থাকে। ফ্রান্সে সরকারের আস্থিকশীলতা থাকলেও ফ্রান্সের বিচার-ব্যবস্থা ইঙ্গ-মার্কিন বিচারব্যবস্থা থেকে ভিন্ন। এখানে বিচার-বিভাগীয় পর্যালোচনার (Judicial Review) কাজ করে সাংবিধানিক সভা।

১১.৯ ❑ অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। ফ্রান্সে বর্তমানে বিচার ব্যবস্থায় বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন। (১১.৪ দেখুন)

২। ফ্রান্সে বর্তমানে বিচার ব্যবস্থার গঠন ও কার্যাবলী বর্ণনা ও মূল্যায়ন করুন। (১১.৪ দেখুন)

৩। ফ্রান্সে প্রশাসনিক আইন ও প্রশাসনিক আদালত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন। (১১.৫ দেখুন)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। ফ্রান্সে প্রশাসনিক আদালত হিসাবে রাষ্ট্রীয় সভার গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা করুন। (১১.৬ দেখুন)

২। ফ্রান্সে প্রশাসনিক আদালতের গুরুত্ব বর্ণনা করুন। (১১.৫ দেখুন)

৩। ফরাসি বিচার-ব্যবস্থার সাথে অন্যান্য দেশের বিচার-ব্যবস্থার তুলনা করুন। (১১.৪ অনুসরণ করুন)

৪। প্রশাসনিক আইনের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করুন। (১১.৫ দেখুন)

একক-১২ ❑ রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

গঠন :

১২.১ **উদ্দেশ্য**

১২.২ **প্রস্তাবনা**

১২.৩ নির্বাচনী রাজনীতি ও বহুদলীয়-ব্যবস্থা

১২.৪ বর্তমান ফ্রান্সের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দল

১২.৫ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

১২.৬ সারাংশ

১২.৭ অনুশীলনী

১২.১ ❑ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হ'ল ফ্রান্সের বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার সামগ্রিক পরিচয় দেওয়া। ফ্রান্সে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব, বহুদলীয়-ব্যবস্থা এবং চাপ-সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ কিভাবে কাজ করে এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কি তা ব্যাখ্যা করা।

১২.২ ❑ প্রস্তাবনা

ফ্রান্সের বহুদলীয় ব্যবস্থা রাজনীতির ছাত্রছাত্রীদের কাছে গভীর আগ্রহের বিষয়। কারণ দলীয়-ব্যবস্থার ইঙ্গ-মার্কিন ধাঁচের বাইরে ফ্রান্সেই প্রথম বহুদলীয় ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছে এবং শত ঝড়ঝঞ্ঝা সত্ত্বেও বহুদলীয়-ব্যবস্থা আজও ভালোভাবে কাজ করে চলেছে। এই বহুদলীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও বহুদলীয় ব্যবস্থার কারণ এবং বহুদলীয় ব্যবস্থার সাথে যুদ্ধ রাজনৈতিক দলসমূহ যার মধ্যে দক্ষিণ, মধ্য ও বাম সকলেই রয়েছে এবং চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ বর্তমান পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক-ব্যবস্থাতে আজো গতিশীল রয়েছে। সুতরাং, ফ্রান্সের দলসমূহ ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহের গুরুত্ব পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে সর্বাধিক—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

১২.৩ ❑ নির্বাচনী রাজনীতি ও বহুদলীয় ব্যবস্থা

ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নির্বাচন পরবর্তকীকালে রাষ্ট্রপতি তাঁর নির্বাচন-সমর্থন-ভিত্তিতে অটুট রাখার জন্য রাজনৈতিক দলগুলিকে ঠিক মতো নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করেন।

অধ্যাপক ভিন্‌সেন্ট রাইট এই প্রসঙ্গে বলেন যে, ''Yet no President can simply manufacture support, he has to exploit the mechanisms at his disposal and the circumstances that are favourable.''

বিপ্লবী রাজনীতি থেকে নির্বাচনী রাজনীতিতে ফরাসি সাধারণতন্ত্রের উত্তরণ ঘটেছে ফ্রান্সের দলীয় ব্যবস্থার বিকাশের ক্রমরূপান্তরের ফলে। পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে দলীয় রাজনীতিতে নানা জটিলতার ও ধূসরতা থাকা সত্ত্বেও এক বিশেষ রূপান্তর ঘটেছে।

পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের ফ্রান্সের দল-রাজনীতিতে ধীরে ধীরে দ্বি-মেরুকরণ ঘটেছে। বহুদলীয় ব্যবস্থার উদাহরণ হিসেবে ফ্রান্স-এর বিশেষ পরিচিতি ছিল। কিন্তু ফ্রান্সেও এখন বহুদলীয় ব্যস্থবার দ্বি-মেরুকরণ ঘটেছে এমনভাবে যাতে একে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার কাঠামোর একটি দেশি হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। দেশের নির্বাচনী রাজনীতিতে নির্বাচকগণের প্রবণতা হল দুটি শক্তিশিবিরের মধ্যে নিজেদের মতামত প্রদানকে সীমিত রাখা। এর ফলে ফ্রান্সের দলীয় ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়েছে দ্বি-মেরুকরণ (Bi-polarisation)। স্থানীয় স্তরের নির্বাচনে, সংসদের নির্বাচনে এবং শাসনবিভাগের প্রধান অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দলীয় ব্যবস্থার দ্বি-মেরুকরণ প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। দলীয়-ব্যবস্থার দ্বি-মেরুকরণ প্রক্রিয়ার ফলে ফ্রান্সে এখন দুটি জোট (coalition)-এর উদ্ভব ঘটেছে। কিন্তু এই দুটি জোটের আকৃতি, প্রকৃতি ও গতিপ্রকৃতির কোন সুনির্দিষ্ট ধারা এখনও লক্ষ্য করা যায় না।

ফ্রান্সের তথা পঞ্চ সাধারণতন্ত্রের রাজনৈতিক দলীয় ব্যবস্থার দ্বি-মেরুকরণ প্রক্রিয়ায় রূপান্তর এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এই ঘটনা আধুনিক রাজনীতি প্রবাহের সাথে ফ্রান্সকে যুক্ত করেছে। কারণ দলীয়-ব্যবস্থার দ্বি-মেরুকরণ হওয়ায় ফ্রান্স এখন স্থিতিশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থার (stable political system) বিশিষ্ট উদাহরণ (Model) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। গতিশীল পৃথিবীতে অস্থিতিশীল বহুদলীয় ব্যবস্থার উদাহরণ হতে 'স্থিতিশীল দলীয় জোট ব্যবস্থায়' ফ্রান্সের উত্তরণ ফ্রান্সকে বর্তমান পৃথিবীতে একটি মহাশক্তিধর রাষ্ট্রের মর্যদা দান করেছে।

ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ দলীয়-ব্যবস্থার রূপান্তর (অস্থিতিশীল বহু-দলীয় ব্যবস্থা থেকে স্থিতিশীল জোট রাজনীতি দ্বি-মেরুকরণ ব্যবস্থা) হওয়ার কয়েকটি বিশেষ কারণ হিসেবে উল্লেখযোগ্য হল (১) প্রাতিষ্ঠানিক (institutional) (২) নির্বাচনিক (electoral) (৩) সামাজিক সাংস্কৃতিক (Social and cultural) রাষ্ট্রপতি এবং দলীয় কৌশলগত কারণ (Presidential and Party Strategies)।

পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে প্রাতিষ্ঠানিক কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রাষ্ট্রপতি প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বৃদ্ধি। এর ফলে রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দলীয় ব্যবস্থার দ্বি-মেরুকরণ ঘটেছে। দ্বিতীয়ত সংসদের (Parliament) ক্ষমতা ও মর্যাদার লঘুকরণ ঘটেছে। তৃতীয়ত, সংসদের (Parliament) ক্ষমতা ও মর্যাদার লঘুকরণ হওয়ায় সংসদের সদস্যদের ভূমিকা গুরুত্বহীন হয়েছে। এর ফলে জোট রাজনীতির প্রক্রিয়াকরণের সূত্রপাত ঘটে এবং তা ক্রমশ দ্বি-মেরুকরণ স্তরে পৌছায়। কারণ ফ্রান্সের নির্বাচকদের কাছে সংসদের মধ্যে একজন প্রতিনিধির ব্যক্তিগত ভূমিকার গুরুত্ব থেকে সেই প্রতিনিধি ফ্রান্সের সরকারের পক্ষে বা বিপক্ষে কি এবং কতখানি ভূমিকা পালন করে তাই

গুরুত্বপূর্ণ হয়। এর ফলে সরকারের পক্ষে বা বিপক্ষে (pro-government of anti-government) এই দুই দিক থেকে জনপ্রতিনিধির ভূমিকার বিচার বিশ্লেষণ হওয়ায় ব্যক্তিগত ভূমিকার পরিবর্তে সরকার কেন্দ্রিক অবস্থান বা ভূমিকার গুরুত্বই নির্বাচকদের কাছে বিচার্য হয়ে থাকে। সরকার পক্ষের জোট অথবা সরকার বিরোধী পক্ষের জোটের সরল বিভাজনের মধ্যে নির্বাচকগণ তাঁদের প্রতিনিধিকে দেখতে চান। এর ফলে সরকার পক্ষের অথবা বিরোধী পক্ষের এই দ্বি-মেরুকরণ প্রক্রিয়ায় দলীয় রাজনীতি বিভক্ত হয়।

১৯৬৯ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় থেকেই ফ্রান্সের নির্বাচনী রাজনীতিতে দুটি শক্তিশালী রাজনৈতিক জোটের উদ্ভব ঘটতে শুরু করে। দ্বিতীয় ব্যালট নির্বাচন পদ্ধতিতে নির্বাচক দ্বিতীয় ব্যালটে ভোট দেবার সময় দুজন প্রার্থীর মধ্যে একজনকে নির্বাচিত করে। এই দ্বিতীয় ব্যালট পদ্ধতিই শেষ পর্যন্ত দেশের রাজনীতিতে দল ব্যবস্থার দ্বিমেরুকরণ ঘটায়। এছাড়া, জোট বেঁধে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে নির্বাচকদের কাছে অনেক আশাপ্রদ বলে একটি রাজনৈতিক দল নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। ফলে জোট রাজনীতির ধারা শেষ পর্যন্ত দ্বি-মেরুকরণ স্তরে পর্যবসিত হয়। ফ্রান্সের জোট রাজনীতির ধারার মূল্যায়ন প্রসঙ্গে রাইট-এর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—''Viable political coalitions can be rooted only in a deeper economic, social and political reality no form on electoral system is likely to induce firendly and enduring cooperation between rural cattloic conservation and urban atheist communists.''

সামাজিক সাংস্কৃতিক কারণেও আজ ফ্রান্সের দলীয় ব্যবস্থার দ্বি-মেরুকরণ ঘটেছে। চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের নির্বাচনী ব্যবস্থা ও সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য ফ্রান্সের সমাজকে বর্ণনা করা হত fragmented conflictual society হিসাবে। এ ধরনের সংস্কৃতি ছিল ইংলিশ চ্যানেলের অপর পারে ইংলন্ডের রাজনীতিক সংস্কৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত। এর কারণ ছিল ফ্রান্সের শাসক (regime) ফরাসি সমাজকে খন্ডিত করে রাখত এবং তার ফলে বিবাদ বিসংবাদ (conflict) ছিল ফরাসি সমাজের সংস্কৃতি। রাজতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ এবং সাম্যবাদ ফ্রান্সের তৃতীয় সাধারণতন্ত্রের আমলে ফ্রান্সকে বিবদমান রাজনৈতিক সংস্কৃতির জোয়ারে নিমজ্জিত করেছিল। চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের সংসদীয় গণতন্ত্রও চরম দক্ষিণপন্থা ও চরম বামপন্থার বিবাদের আঘাতে ছিল জর্জরিত। চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের সময়ে ফ্রান্সের সমাজ ছিল বহুজাতীয় বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত (heterogenous, fvragmented and divided) ভিনসেন্ট রাইটের মতে, ''France was pictured, therefore, as a country divided into warring and irrecnocilable political camps, each conforming its own party'' কিন্তু পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার সময় থেকে ফ্রান্সের সমাজে শিল্পায়ন, নগরায়ন ও আধুনিকীকরণ ঘটে। এর ফলে স্থানান্তর, নারীশ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি, ধর্মের প্রভাব হ্রাস প্রভৃতি ঘটে। ১৯৬৮ সালে প্যারিসে বেন্দিতের নেতৃত্বে বিখ্যাত ছাত্র আন্দোলন ফরাসি সমাজ ও সংস্কৃতিকে নতুনভাবে উন্মোচিত করে। এই সময় থেকে ফ্রান্সের রাজনৈতিক শক্তিগুলির নতুন পুনর্বিন্যাস ঘটতে থাকে। নির্বাচনী-আবরণের কাঠিন্যহীনতা তথা তরলতার ফল ফ্রান্সের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কোন রাজনৈতিক দলের প্রতি বিশেষ আসক্তি কারো না থাকায় ফ্রান্সের দলীয় রাজনীতি ক্রমশ জোট-রাজনীতির রূপ গ্রহণ করে। নির্বাচকদের দলীয় আনুগত্য

দুর্বল প্রকৃতির হওয়ায় এই জোট রাজনীতিরও দ্বি-মেরুকরণ ঘটেছে। এই উত্তরণের জন্য অবশ্য দলীয় নেতৃত্ব এবং ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতিদের প্রচেষ্টায় সাফল্যও বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল।

বহুদলীয় ব্যবস্থার কারণ ঃ

ফ্রান্সে বহুদলীয় ব্যবস্থার কারণ হিসাবে বিভিন্ন বিষয় উল্লেখ করা যায়।

প্রথমত, অধ্যাপক লাওয়েলের ভাষায় বলা যায়, ''The multi-party system in France was due to the political immaturity of the French people''. তাই বহু দলপ্রথার প্রাথমিক কারণ হল ফরাসি রাজনীতির ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতার অভাব।

বহু রাজনৈতিক উত্থান-পতন ফ্রান্সে বহু দলীয় প্রথা উদ্ভবের ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে। প্রতিটি সরকারের উত্থান-পতনে, একদল করে সমর্থক গোষ্ঠী ও বিরোধী গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়েছিল। তারা একে অন্যের সাথে কখনই একযোগে কিছু করবার মানসিকতার ধারে কাছে থাকতেন না। ফলে ফ্রান্সে বহু রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব ঘটেছে।

দ্বিতীয়ত, ফরাসি রাজনীতিবিদ্‌গণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাত্ত্বিক। তাঁদের অধিকাংশই বাস্তব কর্মপন্থার লোক নন। সিজ্‌ফ্রেডের মতে, ''French politics are often both unrealistic and passionately ideological, একজন ফরাসি তাঁর স্বভাব অনুযায়ী একজন স্বতঃসিদ্ধ জীবনধর্মী দার্শনিক। নাৎসীদের উক্তিঅনুযায়ী বলা যায় যে, ''ফ্রান্সের পথেঘাটে যে সমস্ত লোকজন দেখা যায় তাঁদের অধিকাংশ হয় কবি, নয় রাজনীতিবিদ্, নয় মাতাল, নয়তো বারবণিতা।'' বাস্তবতার থেকে আদর্শগত ভাবনাই একজন ফরাসির নিকট অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর নিজের মতে কার্যকারিতার বাস্তব পরিণাম যাই হোক না কেন, নিজের মতান্ধতা ফরাসি ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এই প্রসঙ্গে লাওয়েল বলেন, ''a Frenchman is inclined to persue an ideal, striving to realise his conception of a perfect form of society and is reluctant to give up any part of it for the sake of attaining so much as his within lines reach. such a tendency naturlly gives rise to a number of groups, each with a separate ideal, and each unwilling to make the sacrifice that is necessary for a fusion into a great party.''

তৃতীয়ত, এই ভাবপ্রবণতা ফরাসি রাজনীতিবিদ্‌গণকে আবেগ সর্বস্ব করে তুলেছে। তাঁদের পছন্দ ও অপছন্দের মাত্রার তারতম্য সাংঘাতিক ভাবে চরম বৈপরীত্যে বিরাজ করে। ফলে তাঁদের নিকট রাজনীতি 'এক ধরনের খেলার' (game) পরিবর্তে 'এক রকম যুদ্ধে' (war) পরিণত হয়েছে, যার ফলে বহু রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব অনিবার্যভাবে ঘটেছে। ফ্রান্সে বিরোধী দলগুলি সরকারি দলের নিকট থেকে কোনও সুব্যবহারের আশা করে না।

যে রাজনৈতিক দল যখন সরকারি ক্ষমতায় থাকে তখন অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথে প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে অত্যাচারমূলক আচরণ করে।

চতুর্থত, ফরাসি দেশের রাজনীতির মানুষ (Political man) ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও একগুঁয়ে। অপরকে অনুসরণ করার পরিবর্তে নিজের মতান্ধতাকে শ্রেয় বলে মনে করেন। তাঁদের ধারণা হল যে, অন্য কারও প্রভাবের সংস্পর্শের অর্থ নিজের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হওয়া। সমস্ত নিয়ম শৃঙ্খলার বাইরে নিজের ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করাই ফরাসি ব্যক্তির মহত্ত বলে বিবেচিত হয়। এতে, বহু রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী হয়েছে।

পঞ্চমত, ফরাসি মানুষ আবার অত্যধিক ধর্মপ্রাণ ও ধর্মভীরু। ফলে গীর্জার ভূমিকাও ফ্রান্সের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করেছে। গীর্জা বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে এমন ধরনের মতামত প্রকাশ করে যা দেশে রাজনৈতিক আলোড়নের সৃষ্টি করে। ফলে অনেক রাজনৈতিক দলের ভাঙন ঘটে ও নতুন রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়।

ষষ্ঠত, ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বহুদলীয় ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসাবে বিবেচিত হয়। ফ্রান্সের চিরাচরিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হল ক্ষুদ্রায়তন কৃষি ও শিল্প। ফ্রান্সে ছোট ছোট শহর ও গ্রামের অর্থনীতি মূলত এক ব্যক্তি বা এক পরিবার-মালিকানায় পরিচালিত হত। এই ক্ষুদ্রায়তন প্রকৃতির অর্থনীতি ফ্রান্সে ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণতাবাদী রাজনীতির প্রসার করেছে। অতীতে সরকার বা জাতীয় সভার কার্যাবলীতে তাঁদের উৎসাহ ছিল কম। অন্যদিকে নিজেদের ব্যবসার মুনাফা অর্জনের দিকে উৎসাহ ছিল প্রখর। সুতরাং তাঁদের কাছে রাজনীতি কোন নীতি বলে বিবেচিত হওয়ার পরিবর্তে কেবল একটি মন্ত্র স্বার্থ চরিতার্থ করা যায়-এ ধারণাই ফরাসি জনমানসে বদ্ধমূল ছিল। একজন মানুষের নিকট রাজনীতি ছিল 'দ্রব্যসামগ্রী'-বিশেষ যার বিনিময়ে নিজ সুখসুবিধা ভোগ করা যেত। ফলে একই মানুষ একই সময়ে বা স্বল্প সময়ের ব্যবধানে বিভিন্ন দলের সমর্থক হয়ে দশ দিক থেকে নিজ স্বার্থসিদ্ধির সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে থাকত। এতে বহু রাজনৈতিক দল অনিবার্য হয়ে পড়েছে।

ফরাসি জনগণ দেশের রাজনীতিবিদগণকে তাঁদের 'দূত' বলে মনে করে। তাঁদের মতে, এই 'জনপ্রতিনিধি' নামক 'দূতের কাজ হল জনতার বিভিন্ন দাবিগুলির জন্য সরকারকে চাপ দেওয়া ও ব্যক্তির বা কোন জনতাবিশেষের পছন্দসই দাবিটি পূরণ করে দেওয়া। এই সমস্ত মানসিকতা ও আচরণ পদ্ধতির স্বাভাবিক পরিণতি যা হয়, ফ্রান্সে বহুদলীয় ব্যবস্থার প্রসারে তাই ঘটেছে। সুতরাং অর্থনৈতিক স্বার্থ নিজস্ব প্রয়োজনে রাজনৈতিক দলগুলিকে গড়েছে এবং ভেঙেছে। যে কোন ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর পক্ষে অতি অল্প প্রয়াসেই জাতীয় সভায় কিছু আসন সংগ্রহ করা সম্ভব বলে ফ্রান্সে সহজেই ক্ষুদ্র রাজনৈতিক দলের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়।

সবশেষে ফ্রান্সের বর্তমান সংসদীয় ব্যবস্থার রীতিনীতিগুলিও বহুদলীয় শাসন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছে, যেমন দ্বিতীয় ব্যালট পদ্ধতি, পার্লামেন্টের কমিটি গঠন রীতি, রাপোর্তার দ্বারা সরকারি কমিটির বিবৃতি ব্যাখ্যা এবং পার্লামেন্ট বাতিলের সম্ভাবনা বাস্তবে না থাকা।

এছাড়া, সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি থাকার ফলে ফ্রান্সে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব সম্ভব হয়েছে একথা বলাই বাহুল্য।

১২.৪ ❑ বর্তমান ফ্রান্সের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দল

ফ্রান্সের প্রথম সাধারণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার কালে এই বহুদলীয় ব্যবস্থার বহু পরিবর্তন ঘটেছে। কোন কোন দল ইতিমধ্যে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কোন কোন ক্ষুদ্র দল অন্যান্য দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে প্রধানত চারটি রাজনৈতিক দল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল। রাজনৈতিক দলের সংখ্যা প্রায় এক ডজনের অধিক থেকে মাত্র চারটি দলে হ্রাস পাওয়ার কয়েকটি কারণ হিসেবে বলা যায় যে, দ্য গলপন্থী বা গ্যালিস্ট (Gaullist) দল বিভিন্ন রক্ষণশীল ও মধ্যপন্থী দলগুলিকে হজম না করগলেও গলাধঃকরণ করেছে। অন্যদিকে জেনারেল দ্য গলের নেতৃত্বে দ্য গলপন্থীদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অন্যান্য ছোট ছোট বামপন্থী দলগুলিকে যুথবদ্ধ হতে ও পারস্পরিক সহযোগিতা করতে বাধ্য করেছে। যেমন পুরানো সোস্যালিস্ট ও র‍্যাডিকাল দল দুটি একত্রিত হয়ে ফেডারেশন অফ দি সোস্যালিস্ট এবং ডেমোক্র্যাটিক লেফ্ট দল গঠন করেছে। চার পাঁচটি ছোট ছোট গোষ্ঠী মিলে গঠন করেছে ডেমোক্রাটিক সেন্টার। এ ছাড়া দ্বিতীয় ব্যালট পদ্ধতি যেখানে কেবলমাত্র প্রথম দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলিকে পারস্পরিক সমঝোতায় আসতে বাধ্য করেছে। বিশেষত দ্য-গল এর অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের পরিবর্তে (alternate) গঠন করবার জন্য বিভিন্ন দল একত্রিত হয়েছে। পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানের রাষ্ট্রপতির পার্লামেন্ট বাতিল করার ক্ষমতা বিরোধী দলগুলিকে দমনে সরকারের হাতে অন্তত একটি প্রদর্শনী-চাবুকের কাজ করেছে। এছাড়া ৩০ জন ডেপুটির সংগঠিত গোষ্ঠী ছাড়া পার্লামেন্টের কমিটিতে কারও প্রতিনিধি পাঠানো যাবে না-এই নীতি ছোট ছোট দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। নতুন নির্বাচনী আইন যেখানে শতকরা ৫ ভাগ ভোট না পেলে আমানত বাজেয়াপ্ত হয় বা শতকরা ১০ ভাগ ভোট না পেলে দ্বিতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ নষ্ট হয়ে যাবার ফলেও বহু ছোট ছোট দল রাজনীতি থেকে সরে গেছে। সর্বশেষ ফ্রান্সের গ্রামগুলির আধুনিকীকরণ হওয়ায় কৃষিমানসিকসতার উপর প্রভাব কমছে ও স্থানীয় আঞ্চলিকতাবোধ ক্রমশই হ্রাস পেয়ে ফ্রান্সের রাজনৈতিক জনমানসে জাতীয়তাবোধ প্রসারিত হয়েছে। এই সমস্ত কিছু সমষ্টিগত ফল হিসাবে ফ্রান্সের বহুদলীয় রাজনীতির জটিল আবর্তের অনেক সরলীকরণ ঘটেছে। এ যাবৎ যে সহযোগিতা ও ঐক্যের ঝোঁক রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে লক্ষিত হয়েছে, তাহা দীর্ঘস্থায়ী রূপে চলবে বলে আশা করা অত্যুক্তি হবে না। কারণ দ্য গলের মৃত্যুর পরেও দ্য গলীয় রাজনীতির ধারাবাহিকতা আজও ফ্রান্সে অক্ষুণ্ণভাবে বজায় আছে। ফলে ফ্রান্সে বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তে এখন চতুর্দলীয় বা পঞ্চদলীয় ব্যবস্থার প্রাধান্যের সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হচ্ছে। রাষ্ট্রপতির পদে জ্যাক সিরাকের দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হওয়ার ঘটনা ফ্রান্সকে এক ধরনের দুই ধরনের জোটের (Bipolar coalition) রাজনৈতিক দলব্যবস্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

১২.৫ ❑ ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টি — (PCF)

ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টি শুধু ফ্রান্সের একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দলই নয়, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে ফরাসি পার্টির প্রভাব অনস্বীকার্য। ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টি ইউরোপে কমিউনিস্ট আন্দোলনে বরাবর নিজস্বতা বজায় রেখে চলেছে। ফলে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ধ্বংসের পরেও ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টি নিজস্বগণ ভিত্তি এবং নিজস্ব কর্মসূচী বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের বহু পূর্বেই ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টি ''সর্বহারার একনায়কত্ব'র তত্ত্ব পরিত্যাগ করেছিল এবং রাজনৈতিক বহুত্ববাদের পথ গ্রহণ করেছিল। মার্কসবাদ লেনিনবাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে নতুন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নতি, সংবাদ ও গণমাধ্যমের কৃৎকৌশলগত বিপ্লব কিছুদিন পূর্ব অবধি প্রচলিত সমস্ত ধ্যানধারণাকে নস্যাৎ করে দিয়েছে। কিন্তু শ্রেণীবিভক্ত সমাজে মালিক-শ্রমিক শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্ক যে বৈরী (antagonistic) সে সত্য আজও অভ্রান্ত। তাই নানা পরিবর্তনের মাঝেও মার্কসবাদ সত্য ও প্রাসঙ্গিক। ফলে কমিউনিস্ট পার্টির প্রাসঙ্গিকতা ও গুরুত্ব ফ্রান্সে ও সারা পৃথিবীতেই রয়েছে। ইউরোপীয় অন্যান্য দেশের তুলনায় ফরাসি কমিউনিস্টি পার্টির গুরুত্ব ফ্রান্সে ও বিশ্বে আজও লক্ষ্য করা যায়।

সমাজতন্ত্রী দল (PS)

বর্তমানে সমাজতন্ত্রী দলের সমস্যা হল যে, প্রথমত, এই দলের কোন সামাজিক গণভিত্তি নেই (Weak link in civil society)। দ্বিতীয়ত, এই দলের অভ্যন্তরীণ ঐক্যের বড় অভাব। তৃতীয়ত, দলের বিভিন্ন কাজকর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধনের অভাব। চতুর্থত নির্বাচনী ফলাফল বিপর্যয় ও দলের নির্বাচনী সমঝোতা সম্পর্কিত সমস্যা। এত সব সমস্যা সত্ত্বেও সমাজতন্ত্রী দল নিজের প্রভাব এখনও বজায় রেখে চলেছে। এই দল ব্রিটিশ শ্রমিক দলের মতই ফ্রান্সের ধনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেই সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করার পক্ষপাতী। তাই সমাজতন্ত্রী দলকে মধ্যপন্থী দল বা Centre of the left বলা হয়। গত ২২.৪.৯২ তারিখে অনুষ্ঠিত ফরাসি নির্বাচনে সমাজতান্ত্রিক দলের (Socialist Party) প্রার্থী Francois Hollande রাষ্ট্রপতি পদে জয়লাভ করেছেন Nichloas Sarkozy-কে পরাজিত করে।

১২.৬ ❑ সারাংশ

পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নির্বাচনী ব্যবস্থা ও বহুদলীয় ব্যবস্থা পরস্পর হাত ধরাধরি করে চলেছে। ফ্রান্সে বর্তমানে অতি-দক্ষিণ, দক্ষিণ, মধ্য, বাম এবং অতিবাম প্রভৃতি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব রয়েছে। এ ছাড়া রয়েছে ফ্রান্সে অসংখ্য পেশাদারী সংঘ এবং একটি বিষয়ভিত্তিক চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ। উদারগণতন্ত্র হওয়ায় ফ্রান্সে অসংখ্য দল ও গোষ্ঠীর স্বাধীন বিকাশ যেভাবে ঘটে তা ইউরোপের অন্য কোন দেশে দেখা যায় না বললেই চলে। তবে সকল রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠী যে জাতীয় স্বার্থ দ্বারাই পরিচালিত হয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

১২.৭ ❑ অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। ফ্রান্সের রাজনৈতিক দল-ব্যবস্থার আলোচনা ও মূল্যায়ন করুন। (পাতা ১৯৭-২০১)

২। ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান কর্মসূচি আলোচনা করুন। সমাজতান্ত্রিক দলের সাথে কমিউনিস্ট পার্টির পার্থক্য উল্লেখ করুন। (১২.৫-এ প্রথম দুই অনুচ্ছেদ)

৩। ফ্রান্সের বহুদলীয় ব্যবস্থার কারণ বর্ণনা করুন। (পাতা ২০০)

রাষ্ট্রবিজ্ঞান
সহায়ক পাঠক্রম

দ্বিতীয় পত্র

(SPS-II)

পর্যায়
০৪